রাজনৈতিক উপন্যাস

রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সমালোচক আর্ভিং হো বলেছিলেন, 'A novel in which political ideas play a dominant role or in which political milieu is the dominant setting'। অর্থাৎ যে ধরনের উপন্যাসে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক ভাবাদর্শ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবে প্রাধান্য পায় রাজনৈতিক পটভূমি তাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা হয়। মোদ্দা কথা এই ধাঁচের উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হবে রাজনীতি। সে রাজনীতি সমকালীন হতে পারে, বা অতীতের, কিন্তু রাজনৈতিক বক্তব্যটিকে বাদ দিয়ে উপন্যাসটিকে পড়া যাবে না।

সমালোচক শিশিরকুমার দাশ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-কে বাংলায় লেখা প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস বলে মনে করেছিলেন। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'ঘরেবাইরে' ও 'চার অধ্যায়', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', গোপাল হালদারের 'একদা', সমরেশ বসুর 'বিটি রোডের ধারে' ও 'মহাকালের রথের ঘোড়া', মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির

মা', সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' ইত্যাদি উপন্যাসকে রাজনৈতিক উপন্যাসের তালিকায় রাখা যেতে পারে।

বৈশিষ্ট্য:

১। রাজনৈতিক উপন্যাসে সাধারণত বিশেষ একটি দেশের বা ভূখণ্ডের বিশেষ একটি সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা আলোচনা করা হয়।

২। এই ধরনের উপন্যাসে থাকে বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক আদর্শ। যেমন স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে লিখিত উপন্যাসে ব্রিটিশবিরোধী অবস্থান দেখা যায়, নকশাল আন্দোলন নিয়ে লিখিত উপন্যাসে বিশেষ মার্ক্সবাদী দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা উপন্যাসে উর্দু এবং ইসলামিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির লড়াই দেখতে পাওয়া যায় ইত্যাদি।

৩। রাজনৈতিক উপন্যাস সিংহভাগ ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ নয়। লেখকদের ব্যক্তিগত রাজনীতি লেখাকে প্রভাবিত করে। তাঁরা অনেকক্ষেত্রেই বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল এবং ভাবাদর্শের সমর্থক হন। তাঁদের এই নিজস্ব রাজনীতি লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে। যেমন – সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু নকশাল আন্দোলনের নয়। তাই তাঁর 'পূর্বপশ্চিম' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য এবং নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতা দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে মহাশ্বেতা দেবী নকশাল আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। তাঁর 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে তাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কটাক্ষ এবং নকশাল আন্দোলনের সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সশস্ত্র এবং চরমপন্থী স্বাধীনতা আন্দোলনের

সমর্থক ছিলেন না, তাঁর ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসে তাই চরমপন্থার সমালোচনা দেখতে পাওয়া যায়। তারাশঙ্কর গান্ধীবাদী ছিলেন, তাঁর ‘ধাত্রীদেবতা’ উপন্যাসে তাই গান্ধীর প্রতি সমর্থন ফুটে ওঠে। শরৎচন্দ্র চরমপন্থার সমর্থক ছিলেন, তাঁর ‘পথের দাবী’ উপন্যাসে তাই সশস্ত্র আন্দোলনের সমর্থন দেখা যায়।

৪। রাজনৈতিক লেখা মাত্রেই তার মধ্যে একটি ক্ষমতা দখল এবং কর্তৃত্ব স্থাপনের গল্প থাকে। যেমন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতবাসীর ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার কাহিনি। এখন এই ধরনের লেখা ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে। ক্ষমতাদখল সম্ভব হলে সেটি ইতিবাচক, ব্যর্থ হলে নেতিবাচক। নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল, তাই এই ধরনের উপন্যাসের মূল সুর নেতিবাচক।

৫। অনেকক্ষেত্রেই তথাকথিত সামাজিক উপন্যাসের মধ্যেও রাজনৈতিক সুর লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক উপন্যাসে সাধারণত একাধিক শ্রেণির লড়াই থাকে। উচ্চবিত্ত বনাম নিম্নবিত্ত, সামন্ততন্ত্র বনাম পুঁজিবাদ ইত্যাদি। এই লড়াইকেও আমরা রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে গন্য করতে পারি, কারণ এর মধ্যে ক্ষমতা দখলের বিষয় থাকে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালিন্দী’ এই ধরনের উপন্যাস।

৬। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকলে, রাজনৈতিক উপন্যাস লেখা কঠিন। কারণ সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার স্বল্পতা পূরণ করতে হয় কল্পনা দিয়ে বা সংবাদপত্রের খবর দিয়ে। ফলে লেখা হয়ে পড়ে কৃত্রিম এবং অবিশ্বাস্য। সমালোচক সাধন চট্টোপাধ্যায় এই কারণে সমরেশ মজুমদারের ‘কালবেলা’ উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক লেখা বলে স্বীকার করতে রাজি হননি।

একটি রাজনৈতিক উপন্যাস:

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৬) একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাস। বাংলাদেশের উনসত্তরের গণআন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসের মূল চরিত্র ওসমান ওরফে মঞ্জু, যে ঢাকা শহরের একটি বাড়ির চিলেকোঠার বাসিন্দা। ওসমান মানসিকভাবে কিছুটা প্রতিবন্ধী। সে অসুস্থ এবং একাকীত্বে ভোগে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ওসমান আগ্রহী কিন্তু সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহী নয়। ওসমানের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকে হাড্ডি খিজির। সে গ্যারাজে কাজ করে। খিজির কিন্তু ওসমানের মতো নয়, সে সরাসরি যুদ্ধে নামে। এই দুটি চরিত্র দুটি শ্রেণিকে তুলে ধরেছে উপন্যাসে। ওসমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি, খিজির নিম্নবিত্ত। উপন্যাস যতো এগোয় বোঝা যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দুর্বল করেছে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি, কারণ তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা চালিত হয়েছে, তারা দেশের কথা ভাবেনি, নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে চেয়েছে। যুদ্ধ নিয়ে ওসমানের দ্বিচারিতা এবং পিছুটান তার এই শ্রেণিগত অবস্থান থেকেই এসেছে। অন্যদিকে দেশের জন্য স্বার্থহীন লড়াই করছে খিজিরের মতো নিম্নবিত্ত মানুষেরা। উপন্যাসের শেষদিকে খিজিরের হাত ধরে উত্তরণ ঘটে ওসমানের, সেও সক্রিয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এখানেই উপন্যাসটি শেষ হয় না। খিজিরকে দেখে ওসমান বুঝতে পারে মুক্তিযুদ্ধ নিছক পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ নয়, এই যুদ্ধ ক্ষমতাশীল উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্মবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষেরও বটে। এই যুদ্ধ বহু শতাব্দী ধরে চলছে, নিম্নবিত্ত মানুষ সবসময়ই এই যুদ্ধে হেরে গেছে, কিন্তু যুদ্ধ থেমে থাকেনি, যুদ্ধ জারি আছে, ভবিষ্যতেও চলবে। ফলে উপন্যাসটি শেষপর্যন্ত নিছক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে আটকে থাকে না, বরং শ্রেণিসংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়। এই

বিশেষ রাজনৈতিক বক্তব্যের জন্য ‘চিলেকোঠার সেপাই’-কে আমরা রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

রাহুল...